দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 1 OCT 2002
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৩

শিক্ষার মানের নিম্নগতির জন্য দায়ী কি শুধু শিক্ষকরাই?

কিছুদিন আগে প্রকাশিত এইচএসসি পরীক্ষার ফলাফল সচেতন মহলে শিক্ষার সার্বিক কার্যক্রম নিয়ে নানা রকম প্রশ্ন সৃষ্টি করেছে। এ পরীক্ষায় প্রতিটি বোর্ডে গড়ে পাসের হার ২৭.০৮ শতাংশ এবং কুমিল্লা শিক্ষা বোর্ডে মাত্র ১৭.১৩ শতাংশ। এর মধ্যে দু-চারটি নামী-দামী কলেজ (যেখানে ভর্তি পরীক্ষার মাধ্যমে যাচাই-বাছাই করে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি করা হয়) বাদ দিলে পাসের হার ৫% এরও কম। এ বোর্ডে মফস্বলের অধিকাংশ কলেজেই বিজ্ঞান গ্রুপে কেউ পাস করেনি। উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে বিজ্ঞান গ্রুপের নতুন পাঠ্যক্রম প্রবর্তন হওয়ার পর ২০০০-২০০২ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত এইচএসসি পরীক্ষায় মফস্বলের নকলমুক্ত কেন্দ্রগুলো থেকে তথ্য নিলে দেখা যায়, বিজ্ঞান গ্রুপে পাসের হার কখনো ১০%-এর বেশি নয়। এসএসসি পরীক্ষায় স্টারমার্কপ্রাপ্ত বিজ্ঞান গ্রুপের (নকলমুক্ত পরিবেশে) একজন শিক্ষার্থী এইচএসসি পরীক্ষায় শুধু একটি বিষয় নয়, দুই-তিনটি বিষয়ে ফেল করতে দেখা যায়। এর আগে সাধারণত এমনটি শোনা যায়নি। এবার ফলাফল প্রকাশের পর জানা মতে, মাঝারি মেধার নিয়মিত পড়াশোনা করা শিক্ষার্থীকে পরপর দু'বার পরীক্ষায় খারাপ করার কথা জিজ্ঞেস করতেই সে বলল- সিলেবাসের ব্যাপকতা এবং প্রশ্নপত্র যেভাবে হচ্ছে তাতে তার আগামী বছরও পাসের বিষয়টি অনিশ্চিত। তাই সে সামনে অন্য গ্রুপ থেকে পরীক্ষা দেবে বলে জানায়। বিভিন্ন কলেজের শিক্ষকদের মাঝে আলোচনায়ও মাধ্যমিক স্তরের সঙ্গে উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের সিলেবাসের সমন্বয়হীনতা এবং সিলেবাসের পরিধি, আগের সিলেবাসের তুলনায় বেশ কঠিন ইত্যাদি মন্তব্য শোনা যায়। কেউ কেউ বলেন, এত কঠিন হলে শহরের ছেলে-মেয়েরা এতভালো ফলাফল করে কিভাবে? কিন্তু তারা কি কখনো ভেবে দেখেছেন,শহরের ছেলে-মেয়েরা মেধা সচেতনতা এবং অর্থনৈতিক দিক দিয়ে মফস্বলের ছেলে-মেয়ের তুলনায় কতগুণ বেশী? শুনেছি পরিবর্তন আনে সমৃদ্ধি আর উন্নত জীবন নিয়ে যায় বহুদূর। কিন্তু শিক্ষা অবস্থায় এ পরিবর্তন কোথায় নিয়ে যাচ্ছে তা বোধগম্য নয়।

অতিসম্প্রতি সকল শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের দশটা-চারটা উপস্থিতি বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে প্রকারান্তে মাদ্রাসায় সঙ্গত কারণে এর প্রয়োজন অনস্বীকার্য, কিন্তু কলেজ শিক্ষকদের ক্ষেত্রে অধিকাংশেরই দুটি পিরিয়ডের জন্য এ সময় কতটুকু প্রয়োজন। বাকি সময়টুকুই বা তারা শিক্ষক অডিটরিয়ামে বসে থেকে কী করবেন? এমনকি শিক্ষকদের এ অবস্থানকালীন সময়, অন্যান্য পিরিয়ড চলার জন্য শিক্ষার্থীরাই বা কী উপকারে আসবে? শিক্ষার মান উন্নয়নের ক্ষেত্রেও এ অবস্থান কি উপকারে আসবে? বোধগম্য নয়। ইদানীং মন্ত্রণালয় কর্তৃক বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান মনিটরিং করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে, যা নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। মনিটরিং সময়ে শিক্ষকদের বিভিন্ন অনিয়মের পাশাপাশি প্রাতিষ্ঠানিক বিভিন্ন অনিয়ম যেমন শিক্ষকদের প্রাতিষ্ঠানিক বেতন, ঘরভাড়াসহ যাবতীয় ন্যায্য পাওনাদি পরিশোধ করা হয় কিনা, প্রাতিষ্ঠানিক আয় কোথায় যায়, প্রতিষ্ঠাতা কর্তৃক সমস্ত নিয়ম-নীতি অনুসৃত হচ্ছে কিনা, তা খতিয়ে দেখা প্রয়োজন। বিগত দশ বছরে দেখা গেছে, মফস্বলে মাত্র ৫০ হাজার টাকার অনুর্বর জমিতে ৫০ হাজার টাকা দিয়ে ঘর তৈরি করে সেটাকে কলেজ হিসেবে দখিয়ে শিক্ষক নিয়োগের নামে জনপ্রতি ৫০,০০০-১,০০০০০ টাকা করে দশ লক্ষ থেকে কুড়ি লক্ষ টাকা আয় এবং প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে নাম প্রচারের উদ্দেশ্যে যত্রতত্র কলেজ গড়ে উঠেছে। সেখানে শিক্ষার্থী থাকলেও শিক্ষকদের বেতন প্রদান না করায় শিক্ষকদের অনুপস্থিতির কারণেও শিক্ষার মান (পাসের হার) এ অবস্থায় নেমে এসেছে। তাই এখন থেকে প্রতিষ্ঠান অনুমোদন এবং এমপিওভুক্ত করানোর ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠাতা কর্তৃক ন্যূনতম চার বছরের জন্য শিক্ষক-কর্মচারীদের বেতন-ভাতা নিশ্চিত করা প্রয়োজন। শিক্ষার বর্তমান অবস্থার জন্য শিক্ষকদের পাশাপাশি প্রতিষ্ঠাতা, গভর্নিং বডির সদস্য, প্রতিষ্ঠাকালীন যারা এর মনিটরিং-এর দায়িত্বে ছিলেন তাঁরাও কম দায়ী নন। তাই শুধু শিক্ষকদের একতরফা স্বচ্ছতা নিশ্চিত না করে বরং এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলের স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা প্রয়োজন। নতুবা সত্যিকার অর্থে শিক্ষার মান উন্নয়ন করা সম্ভব হবে না। সর্বোপরি উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের বিজ্ঞান গ্রুপের সিলেবাস পুনর্বিবেচনাপূর্বক বিজ্ঞান শিক্ষার ধস ঠেকানোর জন্য সংশ্লিষ্ট উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

এম এ রহিম,
মিলেনিয়াম হাউজ, চান্দিনা পৌরসভা, কুমিল্লা।